সাংখ্য দর্শনের পুরুষতত্ত্ব

ভূমিকাঃ

সাংখ্য দ্বৈতবাদী দর্শন। সাংখ্য দর্শনে দুটি মূল তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে- প্রকৃতি ও পুরুষ। ভারতীয় দর্শনে মূলত 'আত্মা' ও 'পুরুষ' শব্দ দুটি অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এই 'আত্মা' বা পুরুষের অস্তিত্ব সকল ভারতীয় দর্শনে স্বীকার করা হয়েছে। যদিও আত্মা বা পুরুষের স্বরূপ প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোনো ভারতীয় দর্শনই আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। কারণ আত্মাকে অস্বীকার করতে গেলে নিজ সত্তাকে অস্বীকার করতে হয়, তাই সাংখ্য দার্শনিকরা বলেন আত্মা অস্তিত্ববান। আত্মা স্বপ্রকাশক এবং আত্মার অনস্তিত্ব কোনোভাবেই প্রমাণ করা যায় না।

সাংখ্যদের আত্মার স্বরূপ বিষয়ক মতামত বুঝতে হলে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের আত্মার স্বরূপ বিষয়ক বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করলে বিষয়টা বুঝতে আমাদের অনেকটা সুবিধা হবে।

চার্বাক মতে- চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। তাঁদের অনেকেই আবার ইন্দ্রিয়কেই আত্মা বলেছেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধরা বলেন- আত্মা কোনো দ্রব্য নয়, আত্মা হলো মানসিক অবস্থার প্রবাহ বা বিজ্ঞান সন্তান। ন্যায়-বৈশেষিক ও প্রভাকর মীমাংসকরা বলেন- আত্মা নিত্য দ্রব্য কিন্তু স্বরূপত অচেতন; চেতনা আত্মার আগন্তুক বা আকস্মিক গুন। বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী রামানুজ বলেন- আত্মা নিত্য দ্রব্য এবং চৈতন্য আত্মার স্বরূপগত। অদ্বৈত বেদান্ত মতে- আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

সাংখ্য দার্শনিকরা আত্মার স্বরূপ বিষয়ক উপরিক্ত কোনো মতবাদই সম্পূর্ণভাবে গ্রহন করেন নি। তাঁদের মতে আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এমনকি বুদ্ধি থেকেও ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্ত্বা। কেননা এগুলি সবই প্রকৃতির পরিণাম। আত্মা বিজ্ঞান ধারাও নয়। কেননা বিজ্ঞান ধারা হলো খন্ড চৈতন্য বা বৃত্তিজ্ঞানের ধারা, আর বৃত্তিজ্ঞান আত্মা নয়। তারা ন্যায়-বৈশেষিক ও প্রভাকর মীমাংসাদের মত আস্বীকার করে বলেন আত্মা দ্রব্যও নয় এবং চৈতন্য আত্মার আকস্মিক গুণও নয়। আত্মা স্বরূপত চেতন দ্রব্য নয়। চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপই আত্মা। আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ- এই বলে রামানুজের মত আস্বীকার করেছেন। অদ্বৈত মত খন্ডন করে বলেন- আত্মা চিৎস্বরূপ হলেও আনন্দস্বরূপ নয়। আত্মা চিৎস্বরূপ জ্ঞাতা কিন্তু আনন্দস্বরূপ নয়। কেননা আনন্দ হল বুদ্ধির ধর্ম।

অবশেষে সাংখ্য দার্শনিকগণ আত্মা বা পুরুষের স্বরূপ বিষয়ক স্বমত পোষণ করেছেন—সাংখ্য মতে আত্মা হল ব্যক্ত ও অব্যক্তের বিপরীত। যেহেতু ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভই বিষয় সেহেতু পুরুষ অবিষয়। স্বরূপত পুরুষ বা আত্মা নিষ্ক্রয়, অপরিনণমী। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের ফলে আত্মা কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তারূপে প্রতিভাত হয়। স্বরূপত পুরুষ জ্ঞাতা, কর্তা অ ভোক্তা নয়।

পুরুষ বা আত্মা চেতন ও অবিষয় হওয়ায় সাক্ষী হয়। এজন্যই পুরুষ দ্রষ্টাও। পুরুষ প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ দর্শন করেও নিষ্ক্রিয় বা অপরিণামী থাকে, পুরুষ প্রকৃতির প্রতি উদাসীন থাকে। এজন্যই সে সাক্ষী।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণবিশিষ্ট। কিন্তু পুরুষের কোনো গুণ নেই। অর্থাৎ পুরুষ নির্গুণ। পুরুষ ত্রৈগুণাদ্যি বিপরীত স্বভাব হওয়ায় পুরুষ সাক্ষীত্ব, কোইবল্য, মাধ্যস্থ বা উদাসীন্যত্ব, দ্রষ্টত্ব, অকর্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মা উৎপন্ন হয় না বিনষ্টও হয় না । তাই আত্মা নিত্য। আত্মা বিভু বা সর্বব্যাপী, কূটস্থ বা অচল, অবিকারী, অসঙ্গ এবং মধ্যস্থ বা উদাসীন। সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি প্রকৃতির ধর্ম। অবিবেক বা অজ্ঞানবশত পুরুষ প্রকৃতি থেকে নিজেকে পৃথক করতে না পারায় সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি বুদ্ধির ধর্ম কে নিজের বলে মনে করে। আসলে পুরুষ অসঙ্গ, সুখ, দুঃখাদি তাকে স্পর্শ করে না।

পুরুষ স্বরূপত নিত্যমুক্ত ও বন্ধনহীন। তাই বন্ধন থেকে মুক্তিরও প্রয়োযন নেই। ত্রৈগুণাদির বিপরীত হওয়ায় পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধ। সমস্তরকম আধ্যাত্মিক দুঃখের অভাবরূপ কৈবল্য পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ। বস্তুত আত্মার বন্ধন নেই ,বন্ধন থেকে মুক্তিও নেই। প্রকৃতির সংযোগবশত বন্ধনভ্রম হয়। আসলে পুরুষ নিত্যমুক্ত।

পুরুষের অস্তিত্বসাধক যুক্ত

সাংখ্যমতে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। পুরুষ স্বপ্রকাশক। তাঁদের মতে পুরুষ বা আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। অনুমানের সাহায্যে পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার ১৭ নং কারিকায় ৫টি হেতুর উল্লেখ করেছেনঃ "সংঘাত পরার্থাত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যায়াৎ অধিষ্ঠানাৎ। পুরুষঃ অস্তি ভোক্তিভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্ত্বশ্চ।" ----- এই সূত্রটিকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত হেতুগুলি পাওয়া যায়ঃ

(১) সংঘাত পরার্থাত্বাৎ (২) ত্রিগুণাদি বিপর্যায়াৎ (৩) অধিষ্ঠানাৎ (৪) পুরুষঃ অস্তি ভোক্তিভাবাৎ (৫) কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তে

***** এই ব্যাখ্যাটা সকলের বইতে আছে (যে কোনো লেখকের বই থেকে পড়লেই হবে) প্রয়োযনে আমি তোমাদের সাহায্য করে দেব।

@@@ পুরুষের অস্তিত্বসাধক যুক্তির আগে পর্যন্ত পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর

বহুপুরুষবাদ বা পুরুষবহুত্ববাদ

সাংখ্যদর্শনে বহুপুরুষবাদ স্বীকৃত হয়েছে। তাঁদের মতে আত্মা বা পুরুষ এক নয়, অনেক। ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বর্তমান। যত দেহ, তত আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় অনেক। ঈশ্বরকৃষ্ণ অষ্টাদশ কারিকায় বহুপুরুষবাদ প্রমাণের জন্য তিনটি হেতুর উল্লেখ করেছেনঃ

“জনন-মরণানাং প্রতিনিয়ামাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ। পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াচ্চৈব।।” – সূত্রটিকে বিশ্লেষণ করলে পুরুষের বহুত্ব প্রতিপাদক নিম্নোক্ত যুক্তি তিনটি পাওয়া যায়ঃ

(১) জনন-মরণানাং প্রতিনিয়ামাৎ (২) অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ (৩) ত্রৈগুণ্য বিপর্যয়াৎ

**** ব্যাখ্যাটা যে কোনো বই থেকে পড়ে নিলেই হবে।